দৈনিক ইনকিলাব

০৭ OCT 1986

পৃষ্ঠা ... ৭ ...

উপজেলা পরিক্রমা

রাণীসংকৈল

॥ মোঃ খালিদ ছাইফুল্লাহ ॥

ঠাকুরগাঁও জেলার সীমান্তবর্তী একটি উপজেলা রাণীসংকৈল। জেলা সদর থেকে এর দূরত্ব ২৭ মাইল। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে দক্ষিণে বাংলাদেশ সীমান্ত। রাণীসংকৈল উপজেলার আয়তন প্রায় ১১১·০৩ বর্গমাইল। ইউনিয়নের সংখ্যা ৫টি। মৌজার সংখ্যা ১২৪টি। গ্রামের সংখ্যা ২৭২টি। ১৯৮১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী এ উপজেলার লোকসংখ্যা ১,২২,৮৩৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৬৩,২৪৫ জন ও মহিলার সংখ্যা ৫৯,৫৯০ জন। সমগ্র উপজেলা ঘনবসতিপূর্ণ এবং প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ১,১১৬ জন। ধর্মীয় প্রকারভেদে জনসংখ্যা মুসলমান ৮৪,৪২০ জন, হিন্দু ৩৬,৮৫২ জন, খৃষ্টান ৩১৭ জন ও উপজাতীয় ১,২৪৭ জন।

যোগোযোগ

এ উপজেলার একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে সড়ক যোগাযোগ। এখানে নৌ-যোগাযোগ নেই। বর্তমানে য়োগাযোগ ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিয়েছে। সংস্কারের অভাবে রাস্তায় খাদের সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তার দু'পার্শ্বে ড্রেণ না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতে কাদা জমে যায়।

কৃষি

এ উপজেলার প্রধান উৎপাদিত ফসল হচ্ছে ধান, পাট, ইক্ষু, তরমুজ ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় কৃষিউপকরণের অভাবে এখানে রেকর্ড পরিমাণ কৃষিদ্রব্য উৎপাদনে ব্যাহত হচ্ছে। এ উপজেলার শতকরা ৯৮ জন লোক কৃষিজীবী। এ উপজেলার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৫৫,১৬৩ একর।

চিকিৎসা

এ উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১টি। ক্লিনিক ৩টি। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২টি। কুষ্ঠ হাসপাতাল ১টি। হাসপাতালে ওষুধ পাওয়া যায় না।

শিক্ষা

আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য শিক্ষা সামগ্রীর সংকট রয়েছে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। উপজেলায় ২টি কলেজ, ৮টি মাধ্যমিক স্কুল, ৬টি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, সরকারী প্রাইমারী স্কুল ৫৩টি, বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল ১৬টি ও মাদ্রাসা ৯টি। এ উপজেলায় ইসলামী শিক্ষার তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

বিদ্যুৎ

উপজেলায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিনিয়তই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে শিল্প কারখানাসহ আবাসিক গ্রাহকদের ভোগান্তির শেষ নেই। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটছে।

হাট-বাজার

এ উপজেলায় বেশ কয়েকটি হাট-বাজার রয়েছে। এর মধ্যে ৪/৫টি হাট উল্লেখযোগ্য। হাট-বাজারগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ না করার ফলে হাটুরেদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।